দেশ–বিদেশ

বাণিজ্য সংবাদ

স্টেশনে সিনেমা–শপিং

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ রেলস্টেশনে বিগ বাজার এবং পিভিআর–এর পরিসেবার সুযোগ দিতে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টেশন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (আইআরএসডিসি) ওই দুই সংস্থার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। এদের পাশাপাশি আরও কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে কথা চলছে বলে জানা গিয়েছে। সবার আগে গুজরাটের গান্ধিনগর স্টেশনে এই পরিসেবা চালু হবে। ইতিমধ্যে ওই স্টেশনকে সাজিয়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইআরএসডিসি–র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও এস কে লোহিয়া জানিয়েছেন, গান্ধিনগর স্টেশনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্য স্টেশনে এই পরিসেবা চালু করার চেষ্টা হবে। গান্ধিনগর স্টেশনে একটি হোটেল চালু হবে যাতে ৩০০টি ঘর থাকবে। এছাড়া একটি ট্রানজিট হল থাকবে এবং সেখানে ৬০০ যাত্রীর বসার ব্যবস্থা থাকবে। একটি প্রার্থনা কক্ষও থাকবে স্টেশন চত্বরে। তবে স্টেশনের আধুনিকীকরণ হলেও জন আহার প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে না।

মাহিন্দ্রা–ফোর্ড সমঝোতা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ এদেশে মাহিন্দ্রা এবং ফোর্ডের ব্যবসায়িক বন্ধন দৃঢ় হতে চলেছে। দুই সংস্থার মধ্যে সমঝোতা অনুসারে মাহিন্দ্রা এদেশে ফোর্ডের গাড়ি বিক্রি করতে শুরু করেছে। মাহিন্দ্রার ডিলাররা এমন সব এলাকায় শোরুম খুলবেন যেখানে ফোর্ড আগে সাফল্য পায়নি। ফোর্ডের গাড়ির জন্য মাহিন্দ্রা আলাদাভাবে সার্ভিস সেন্টার তৈরি করতেও উদ্যোগী হয়েছে। মাহিন্দ্রা এবং ফোর্ড মোটর এর আগে জানিয়েছিল, তারা একসঙ্গে নতুন মডেলের এসইউভি এবং ছোটো ইলেকট্রিক ভেহিকল তৈরি করবে। এ ব্যাপারে পাঁচটি সমঝোতাপত্রে সই করেছে দুই সংস্থা।

হরলিক্স ইউনিলিভারের

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর ঃ হিন্দুস্তান ইউনিলিভার এবং গ্ল্যাক্সো স্মিথক্লিন আগামী এক বছরের মধ্যে মিশে যাবে। এর ফলে হরলিক্স ও মলটোভার মতো শক্তিশালী ব্র্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের হাতে, যদিও হরলিক্স ব্র্যান্ডের মালিকানা থাকবে ইউনিলিভারের কাছে। ভারতের বাজারে হরলিক্স বিক্রি করার জন্য হিন্দুস্তান ইউনিলিভার রয়ালটি দেবে ইউনিলিভারকে। সেনসোডাইন, ইনো এবং ক্রোসিনের মতো পণ্য বিক্রি করবে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার। ৩১ হাজার ৭০০ কোটি টাকার এই লেনদেনে জিএসকে–র শেয়ারহোল্ডাররা প্রতিটি শেয়ারের বিনিময়ে হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের ৪.৩৯ শেয়ার পাবেন। আগামী এক বছরের মধ্যে দুটি কোম্পানির মিলনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। বুস্ট, ভিভা এবং মলটোভা ব্র্যান্ডের মালিক হবে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার।

ইতিহাদ–এসবিআই আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ জেট এয়ারওয়েজকে আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে স্টেট ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ইতিহাদ এয়ারওয়েজ। ওইসব আলোচনায় জেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রাধান্য পাচ্ছে। জেটের ২৪ শতাংশ শেয়ার ইতিহাদের দখলে। জেটে নতুন করে বিনিয়োগের প্রস্তাবও বিবেচনা করছে ইতিহাদ।

উড়ানে ফোন

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ আগামী মাস থেকেই ভারতের আকাশপথে মোবাইল ফোন ব্যবহার ও ইনটারনেট সার্ফ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। টেলিকমমন্ত্রক এখন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের মতামতের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই মতামত সময়মতো পাওয়া গেলে জানুয়ারি থেকেই উড়ানে এইসব সুবিধা পাওয়া যাবে বলে টেলিকমমন্ত্রী মনোজ সিনহা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, ৭–১০ দিনের মধ্যে আইনমন্ত্রকের অনুমতি পাওয়া যাবে।

মিশেলের পাঁচদিনের সিবিআই হেপাজত

অগাস্টায় সুর চড়ালেন নমো, পালটা দিল কংগ্রেস

- অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারির মিডলম্যান ক্রিশ্চিয়ান জেমস মিশেলকে পাঁচদিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত।
- রাজস্থানের ভোটপ্রচারে অগাস্টা ইশ্যুতে তোপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তাঁর কটাক্ষ, রাজদারকে ভারতে নিয়ে আসায় নামদারের পরিবার ভয় পেয়ে গিয়েছে।
- মোদির বিরুদ্ধে অগাস্টায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর পালটা অভিযোগ কংগ্রেসের। তাদের দাবি, অগাস্টা ও তাদের নির্মাতা ফিনমেকানিকা–কে ইউপিএ আমলে কালো তালিকাভুক্ত করা হলেও মোদি সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিরোধীদের রাফায়েল দুর্নীতির জবাবে এবার মোদি সরকারের হাতিয়ার চপার কেলেঙ্কারি।

মঙ্গলবার গভীর রাতে দুবাই থেকে ৩৬০০ কোটি টাকার অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারির মিডলম্যান ক্রিশ্চিয়ান জেমস মিশেলকে ভারতে নিয়ে আসে সিবিআই। রাতভর তদন্তকারী সংস্থার সদরদপ্তরে জেরা করা হয় তাঁকে। বুধবার কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে পাতিয়ালা হাউস আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচদিনের হেপাজতের নির্দেশ দেয়। সিবিআই অবশ্য মিশেলের ১৪দিনের হেপাজতের আর্জি জানিয়েছিল। সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডি–ও আগামীদিনে মিশেলের বিরুদ্ধে পৃথক একটি অভিযোগ দায়ের করবে বলে জানা গিয়েছে। তবে সিবিআই হেপাজতে থাকলেও মিশেলকে তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে আদালত।

রাজস্থান ও তেলেঙ্গানা বিধানসভা ভোটের দু–দিন আগে ভিভিআইপি চপার দুর্নীতির তদন্তের মোড় এভাবে ঘুরে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। বুধবার ছিল দুই রাজ্যে প্রচারের শেষদিন। অন্তিমলগ্নের প্রচারে তাই সারাদিন অগাস্টা ইশ্যুকে সামনে রেখে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'ইউপিএ–র দপ্তরে ভিভিআইপি হেলিকপ্টার দুর্নীতি হয়েছিল। আমরা সরকারে আসার পরে ওই কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করি এবং সেই তদন্তে আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা পড়ে এক রাজদার।'

নমো–র কটাক্ষ, 'রাজদারকে ভারতে নিয়ে আসায় নামদারের পরিবার ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাদের ভয় হচ্ছে, যদি রাজদার মুখ খোলেন তাহলে কার কার নাম উঠে আসবে।' চপার দুর্নীতির পাশাপাশি কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি ও ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে আয়কর পুনর্মূল্যায়নের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্ট মঙ্গলবার যে নির্দেশ দিয়েছে তা নিয়েও কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মোদি। তিনি বলেছেন, 'আপনারা কীভাবে রেহাই পান আমি দেখব। যে পরিবারের চার প্রজন্ম দেশ চালিয়েছে তাঁদের আদালতে নিয়ে এসেছে এই চা–ওয়ালা। একবার এই চা–ওয়ালার সাহস দেখুন।' বিজেপি সূত্রের খবর, অগাস্টা কাণ্ডে মিডলম্যান মিশেলকে দেশে নিয়ে এসে তাঁকে কাঠগড়ায় তুলে নেহরু–গান্ধি পরিবারের উপর চাপ বাড়িয়েছে সিবিআই।

কংগ্রেস অবশ্য বিজেপির এই কৌশলকে পাত্তা দিতে নারাজ। দলের তরফে পালটা অভিযোগ করা হয়, অগাস্টা দুর্নীতি সামনে আসার পর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারই তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল। রাহুল গান্ধি বলেন, 'অগাস্টায় আমাদের যা বলার তা আগেই জানিয়েছি। রাফায়েলে প্রধানমন্ত্রী কেন অনিল আম্বানিকে ৩০ হাজার কোটি দিয়েছিলেন উনি আগে বরং সেই প্রশ্নের জবাব দিন।' কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, অগাস্টা নিয়ে বিজেপি দেশকে বিভ্রান্ত করছে। ভিভিআইপি দুর্নীতির জেরে ইউপিএ সরকার ২০১৩ সালে অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড ও তার নির্মাতা ফিনমেকানিকাকে কালো তালিকাভুক্ত করলেও ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। পরে এডব্লিউ ১১৯ হেলিকপ্টারের আধুনিক সংস্করণ তৈরির জন্য অগাস্টা ও টাটাদের যৌথ সংস্থা ইন্ডিয়ান রোটোরক্র্যাফট লিমিটেডকে চূড়ান্ত সম্মতি দিয়েছিল ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন বোর্ড (এফআইপিবি)। এছাড়া নৌবাহিনীর জন্য ১০০টি নাভাল ইউটিলিটি হেলিকপ্টার তৈরির জন্য অগাস্টাকে ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধারও অনুমতি দিয়েছিল মোদি সরকার। কংগ্রেসের অভিযোগ, ক্রিশ্চিয়ান মিশেলকে সামনে রেখে বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচার করতে চায় বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী মোদি। মানুষের নজর ঘোরানোর জন্য গালগল্পের ফানুস না উড়িয়ে সিবিআইয়ের উচিত, অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড ও ফিনমেকানিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সরানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত করা।

কেন্দ্রের একটি সূত্র জানিয়েছে, মিশেলকে হাতে পেতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, সিবিআইয়ের অন্তর্বর্তীকালীন ডিরেক্টর এম নাগেশ্বর রাও, 'র' প্রধান অনিল ধাসমানা এবং ইউএই–তে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নবদীপ সিং সুরি মিলে তৈরি করেছিলেন 'অপারেশন ইউনিকর্ন'–এর ছক। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের ইউএই সফরের মধ্যেই অগাস্টা মিডলম্যানকে দেশে ফিরিয়ে আনাটা সাউথব্লকের অসামান্য কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ব্রিটিশ নাগরিককে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার বিষয়টি বিদেশমন্ত্রকের তরফে ব্রিটিশ হাইকমিশনকে জানানো হয়।

মূল পান্ডা যোগেশকে ধরতে পুলিশি সন্ত্রাসের অভিযোগ

বুলন্দশহরে 'আরও বড়ো চক্রান্তের গন্ধ' পাচ্ছেন যোগী

লখনউ, ৫ ডিসেম্বর ঃ বুলন্দশহরের থানায় উন্মত্ত জনতার তাণ্ডব ও পুলিশ আধিকারিক খুনের ঘটনায় 'আরও বড়ো চক্রান্তের গন্ধ' পাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এর আগে ওই ঘটনায় চক্রান্তের কথা বলেছিল নিহত পুলিশ ইনস্পেকটর সুবোধকুমার সিংয়ের পরিবার। তাদের অভিযোগ, পুলিশই চক্রান্ত করে আখলাক হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার সুবোধকে ভুয়ো দাঙ্গা বাধিয়ে খুন করেছে। চক্রান্ত নিয়ে বিস্তারিত না বললেও গোরক্ষকদের তাণ্ডব যে তাঁর অস্বস্তি বাড়িয়েছে, সেটা স্পষ্ট। এ ছাড়া ঘটনার দুদিন পরেও মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা না করায় প্রশ্ন উঠেছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৃহস্পতিবারই যোগী লখনউয়ের ৫ নম্বর কৈলাস মার্গে নিহত পুলিশকর্তা সুবোধকুমার সিংয়ের বাসভবনে গিয়ে তাঁর স্ত্রী রজনী রাঠোরের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার রাতেই তিনি মুখ্যসচিব অনুপচন্দ্র পান্ডে এবং ডিজিপি ও পি সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। তার পরই সুবোধ সিংয়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। রজনী ইতিমধ্যে দ্রুত ন্যায়বিচার না পেলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে। এই ঘটনার তদন্তের ভার সিবিআই–কে দেওয়ার দাবিও তোলা হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে।

বুলন্দশহরের হামলায় মূল অভিযুক্ত যোগেশ রাজ এখনও অধরা। বজরং দলের স্থানীয় শাখার প্রধান উদ্যোক্তা যোগেশকে ধরতে যোগীর পুলিশ যখন হন্যে হয়ে ঘুরছে, তখন গোপন ডেরা থেকে ভিডিয়ো প্রকাশ করে বুধবার যোগেশ প্রথমে বলেন, তিনি হামলার সময় ঘটনাস্থলেই ছিলেন না। পরে আবার বলেন, তিনি থানায় গিয়েছিলেন গোহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। যখন থানায় হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা, তখন তিনি বসেছিলেন থানার ভিতরে। যদিও থানার সামনে গণবিক্ষোভের যে ছবি ও ভিডিয়ো মিলেছে, তাতে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর থাকতে দেখা যায় যোগেশকে। যদিও হামলার সঙ্গে সে জড়িত, তা মানতে নারাজ যোগেশের পড়শিরা। তাঁদের বিশ্বাস, যোগেশের মতো নিরীহ একটি ছেলে পুলিশ খুন করবে, এটা ভাবা যায় না। এদিকে যোগেশের গ্রামের বাড়ির দেয়ালে দেশভাগের আগে ভারতের মানচিত্র আরও ধন্দে ফেলেছে পুলিশকে। তবে একাংশের বক্তব্য, বজরং দল ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ সম্প্রতি এলাকায় অখণ্ড ভারত অভিযান শুরু করেছে। এটা সেই সূত্রেই।

এদিকে, অভিযুক্তদের ধরার নামে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাত থেকেই ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। অভিযুক্তদের না পেয়ে মহিলা–পুরুষ, শিশু–বৃদ্ধ নির্বিশেষে বাড়ির লোকজনকে বেধড়ক মারধর করে হাত–পা ভেঙে দেওয়া থেকে শুরু করে দামি জিনিসপত্র ভাঙচুর করা ইত্যাদি কিছুই বাদ রাখেনি তারা। তল্লাশির সময় পুলিশবাহিনীতে কোনো মহিলা ছিল না বলেও অভিযোগ যোগেশ রাজ, জিতেন্দ্র মালিক, দেবেন্দ্র এবং চামনের পরিবারের। এমনকি জিজ্ঞাসাবাদের নামে দুই নাবালককে তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় হেনস্তা করার অভিযোগও উঠেছে।

সিবিআই–এর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান মিশেলকে। – পিটিআই

কে এই মিডলম্যান ক্রিশ্চিয়ান মিশেল

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ বহু কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারির মিডলম্যান ক্রিশ্চিয়ান জেমস মিশেলের নাগাল পেল সিবিআই। তাঁকে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সবুজ সংকেত দিতেই রাতারাতি ভারতে নিয়ে আসেন তদন্তকারীরা। মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ দুবাই থেকে নয়াদিল্লি নিয়ে আসা হয় ৩৬০০ কোটি টাকার চপার কেলেঙ্কারির অন্যতম প্রধান অভিযুক্তকে। এখন প্রশ্ন কে এই মিডলম্যান মিশেল? সিবিআই সূত্রে খবর, ভিভিআইপিদের জন্য অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেনার বিষয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার শীর্ষ আধিকারিক এবং ইউপিএ সরকারকে প্রভাবিত করতে সংস্থার তরফে মিশেলকে মিডলম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। মিশেলের আইনজীবী অবশ্য আদালতে জানিয়েছিলেন, ২০১০ সালে চপার চুক্তি নিয়ে দরকষাকষির সময় প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা স্বীকার করার জন্য সিবিআই লাগাতার চাপ দিচ্ছে। এহেন একটি অঙ্গীকারে তিনি সই করলে সিবিআই তাঁকে ক্লিনচিট দেবে বলেও অভিযোগ করেছিলেন মিশেল।

মিশেলের পাশাপাশি এই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হিসেবে গুইডো হাশকে এবং কার্লো গেরোসারও নাম উঠেছে। সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডি–ও এই মামলায় তদন্ত করছে। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পুলিশ মিশেলকে গ্রেফতার করে। তারপর থেকে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসার জন্য তদ্বির শুরু করে সিবিআই ও ইডি। গত জুন মাসে দিল্লির একটি আদালতে ইডি জানিয়েছিল, চপার কেলেঙ্কারিতে ঘুস হিসেবে ৩০ মিলিয়ন ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় ২২৫ কোটি টাকা) পেয়েছিলেন মিশেল। প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান এসপি ত্যাগীর খুড়তুতো ভাইয়ের পাশাপাশি একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়মিত দেখাও করতেন তিনি। গাড়ির চালক মারফত একাধিক ব্যক্তিকে টাকা পাঠানোর অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইডি এও জানিয়েছিল, ঘুস হিসেবে লেনদেন হওয়া টাকা বিদেশে পাচার করতে বেশ কয়েকটি ভুঁইফোঁড় সংস্থাও তৈরি করেছিলেন মিশেল।

জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে ভদরার কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের দু'দিন আগে রবার্ট ভদরাকে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিকানিরে একটি জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগেই কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির ভগ্নীপতি ভদরাকে তলব করা হয়। রবার্ট জানিয়েছেন, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। 'রাজনৈতিকভাবে ডাইনি খোঁজা হচ্ছে' বলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন ভদরা। বুধবার জয়পুরের এক আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছে তাঁর কৌঁসুলিকে। রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে তালমিল রেখেই এটা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রবার্ট। তিনি বলেছেন, 'কর্তৃপক্ষ খুব ভালো করে জানে, এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে এগোনোর মতো কিছু নেই।' ভদরা এও জানিয়েছেন, জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে এর আগেও ইডি তাঁকে তলব করেছিল। সেই সময় একগুচ্ছ নথি তুলে দেওয়া হয়েছিল ইডি কর্তাদের হাতে। তাঁর কৌঁসুলি ঘণ্টা তিনেক সওয়ালও করেছিলেন ইডি কর্তাদের সঙ্গে। তিনি অবাক হচ্ছেন এই কারণে যে, একই নথি ফের কেন চাওয়া হয়েছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ আপনার স্পষ্টবাদীত্ব আজ ক্ষতি করবে। ভাইবোনদের নিয়ে দিনটি ভালো যাবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বৃষ ঃ নিজের বুদ্ধিতে বিশ্বাস রাখুন। কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে কোনও সংকটমুক্তি। মিথুন ঃ ব্যবসায় মন্দা কমবে। নতুন চাকুরি পেতে পারেন। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের আশঙ্কা। কর্কট ঃ অবহেলা অনিয়মের কারণে শরীর খারাপ হতে পারে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসাকে উন্নত করবে। সিংহ ঃ কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও সংসারে সম্পর্কের সমস্যা থাকবে। সম্পত্তি নিয়ে পুরোনো সমস্যা কাটবে। কন্যা ঃ কোনও ব্যক্তির সাহায্যে উপকৃত হবেন। হঠাৎ দূরস্থানে যেতে হতে পারে। তুলা ঃ পাকস্থলীর গোলমাল কষ্ট দেবে। আপনার বুদ্ধিকে কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীরা তারিখ করবেন। সরকারী কর্মচারীরা বিশেষ সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক ঃ মানসিক উদ্বেগ থাকবে। ব্যক্তি প্রচেষ্টায় সংসারে এবং কর্মক্ষেত্রের সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা সফল হবেন। ধনু ঃ সংসারের বয়স্ক কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। মকর ঃ সন্তানের আচরণ কষ্ট দেবে। ভোগবিলাসে অতিরিক্ত ব্যয় হবে। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ শত্রুসংখ্যা বাড়বে। কুম্ভ ঃ বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। প্রেম শুভ। মীন ঃ সামান্য অলসতায় বড়ো সুযোগ হাতছাড়া। ব্যবসায় বাড়তি অর্থবিনিয়োগ লাভ হবার সম্ভাবনা।

হায়দরাবাদে চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন রাহুল গান্ধির। – পিটিআই

বিজেপির ভুল রাজনীতির জের, তোপ বিরোধীদের

লখনউ ও নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ বুলন্দশহরের ঘটনায় গতকালই কংগ্রেস, বাম সহ বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপিকে। এদিন সেই সুরেই যোগী সরকারের সমালোচনা করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী বুধবার বলেন, বুলন্দশহরে যা ঘটেছে, তা শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়। রাজনীতিরও সমস্যা। বিজেপির ভুল রাজনীতির জন্যই রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিজেপি যদি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি থেকে সরে না আসে, তা হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। মায়াবতীর চেয়েও চড়া সুরে বিজেপির সমালোচনা করেছেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে। রামমন্দির প্রসঙ্গ টেনে এনে রাজের অভিযোগ, অযোধ্যা ইশ্যুকে কেন্দ্র করে বিজেপি দেশজুড়ে দাঙ্গা লাগাতে চাইছে। সেই কারণেই তারা অহেতুক উসকানি দিয়ে চলেছে মজলিস–ই–ইত্তেহাদ–উল মুসলিমিন–এর আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মতো লোকজনকে। এমএনএস প্রধান বলেন, 'আমার কাছে খবর আছে, ওয়াইসির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাঙ্গা বাধানোর ছক কষেছে বিজেপি। সরকারে থেকে তারা কিছু করতে পারছে না। তাই এই কৌশল। এ দেশেই এমনটা সম্ভব।' বুলন্দশহরে গোরক্ষকদের তাণ্ডব এবং পুলিশ খুনের ঘটনায় অনেকেই মুজফ্ফরপুর দাঙ্গার ছায়া দেখতে পেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে রাজের মন্তব্যও খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, বুলন্দশহরের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুখ না খুললেও বুধবার এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া মিলেছে বিজেপি সভাপতি অমিত শা–র কাছ থেকে। বুলন্দশহরের ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে ব্যাখ্যা করে অমিত বলেন, 'এটা বাস্তবিকই খারাপ ব্যাপার। সিট গঠন করা হয়েছে। সিটের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে, ঘটনাটা আসলে ঠিক কী এবং কে বা কারা এর সঙ্গে জড়িত।'

সিবিআইয়ের অন্তঃকলহ

বাধ্য হয়েই হস্তক্ষেপ, সাফাই কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ সিবিআইয়ের ঘরোয়া বিবাদ থামাতে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল বলে সুপ্রিমকোর্টকে জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে বেণুগোপাল। বুধবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে তাঁর সাফাই, 'সিবিআইয়ের দুই শীর্ষ আধিকারিক একে অন্যের সঙ্গে বিড়ালের মতো ঝগড়া করছিলেন। প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে বৃহত্তর জনস্বার্থে সিবিআইয়ের অধিকর্তা অলোক ভার্মার দায়িত্ব কেড়ে নিতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার।' দুর্নীতির অভিযোগে দুই শীর্ষ আধিকারিকের মধ্যে বিবাদের জেরে গত ২৩ অক্টোবর গভীর রাতে অলোক ও আস্থানাকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেয় কেন্দ্র। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেন অপসারিত সিবিআই অধিকর্তা। সেই মামলার শুনানিতে এদিন অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'সিবিআইয়ের দুই শীর্ষ আধিকারিকের বিতণ্ডায় রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল ভারত সরকার। তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে বিড়ালের মতো ঝগড়া করছিলেন। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং সিভিসি–র সিদ্ধান্ত নেওয়া পর্যন্ত অলোক ভার্মার হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়।' অলোককে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিয়োগ কমিটির অনুমতি না নিয়ে তাঁকে কেন সরানো হল সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন অলোক। তাঁর আইনজীবী ফলি নরিম্যান জানান, সিবিআই অধিকর্তাকে সরাতে গেলে ওই কমিটির অনুমোদন লাগে। কিন্তু সিবিআই অধিকর্তার দায়িত্ব যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার কোনো ভিত্তি নেই। এর জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল জানান, 'দুই শীর্ষ আধিকারিকের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসায় সিবিআই উপহাসের সংস্থায় পরিণত হতে শুরু করছিল। আমাদের লক্ষ্য, সিবিআইয়ের উপর থেকে মানুষের আস্থা যাতে টলে না যায় তা সুনিশ্চিত করা। সেকারণে দুজনকেই ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল।' তবে ছুটিতে পাঠানো হলেও অলোক ভার্মা যে এখনও সিবিআইয়ের অধিকর্তা সেটাও শীর্ষ আদালতকে জানাতে ভোলেননি অ্যাটর্নি জেনারেল।

পরিবর্তনের ডাক সোনিয়ার

তেলেঙ্গানা

নয়াদিল্লি ও হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর ঃ আগামী শুক্রবার তেলেঙ্গানার ১১৯টি বিধানসভা আসনে ভোট। তার আগে বুধবার শেষলগ্নের প্রচারে রাজ্যের মসনদে পরিবর্তনের ডাক দিলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডেলে এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, 'ইউপিএ সরকার তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং মানুষের সহযোগিতায় আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলাম। এটাই কংগ্রেসের কাজের ধরন। যেমন আশ্বাস দিই, তেমনি আমরা কাজ করি।' কংগ্রেস, টিডিপি, টিজেএস এবং সিপিআই–কে নিয়ে গঠিত প্রজা কুটামি (মানুষের মহাজোট) সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও ও তাঁর টিআরএসকে কড়া সুরে বিঁধে সোনিয়া বলেন, 'যাঁরা আজ রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন তাঁদের মসনদচ্যুত করার সময় এসে গিয়েছে। উন্নত তেলেঙ্গানা গঠনের স্বার্থে আগামী ৭ তারিখ মহাজোটের প্রার্থীদের আপনারা ভোট দিন।' সোনিয়ার পাশাপাশি এদিন তেলেঙ্গানার সূর্যপেটের কোড়াড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ সভা করেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। পরে দুজনে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনও করেন। কেসিআরের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও নিশানা করেন তাঁরা।

রাজ্যকে ভর্ৎসনা সুপ্রিমকোর্টের

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের বিচারবিভাগীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে শীর্ষ আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে, অর্থসচিব এইচ কে দ্বিবেদী ও কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল আনন্দ মুখোপাধ্যায়। এদিন সরাসরি মুখ্যসচিবকে বিচারবিভাগীয় পরিকাঠামো নিয়ে ভর্ৎসনা করে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে রাজ্যের ঢিলেমি নজিরবিহীন। এই হালকা মনোভাব কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।' মুখ্যসচিবকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, রাজ্যে এই মুহূর্তে ক'টি কোর্টরুম ও বিচারকদের জন্য রেসিডেন্সিয়াল ইউনিট গঠনের কাজ চলছে। যথাযথ উত্তর দিতে পারেননি মুখ্যসচিব। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রধান বিচারপতি। বলেন, রাজ্যে কোথায় কী কী কাজ হচ্ছে, তা মুখ্যসচিব না জানলে কে জানবেন? রাজ্যের তরফে দাখিল করা হলফনামা নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির তিন সদস্যের বেঞ্চ। রাজ্যকে কটাক্ষ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বেশ কৌশল করে এই হলফনামা বানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ৭৫টি কোর্টরুম ও ৩৯টি আবাসন এই মুহূর্তে নির্মীয়মাণ, যার মধ্যে প্রশাসনিক ছাড়পত্র পেয়েছে মাত্র ২৩টি। এর মধ্যে ১৪টি প্রোজেক্ট ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর, ৭টি ২০২০ এবং ১টি প্রকল্প ২০২১ নাগাদ শেষ হবে। এই দীর্ঘ সময়সীমা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না।' রঞ্জন গগৈ প্রশ্ন তোলেন, এই ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৯ নাগাদ ক'টা প্রকল্প শেষ হবে। তার উত্তরে অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে কথা বলে মুখ্যসচিব বলেন, 'আনুমানিক ৫০ শতাংশ।' এতে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন প্রধান বিচারপতি। বলেন, 'যা বলার কোর্টকে খুলে বলুন। আলাপ–আলোচনার সময় পেরিয়েছে। রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তার কাছে যদি এই নিয়ে তথ্য না থাকে তবে কার কাছে থাকবে?' এখানেই শেষ নয়, প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা কোনো কাজই নয়। সম্পূর্ণ কাজের সিকিভাগ মাত্র। বাকি কাজ কতদিনে শেষ হবে তা জানতে চান তাঁরা। আদালত বলে, কোর্টরুম ও বিচারপতিদের আবাসন তৈরি রাজ্যের সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিচারব্যবস্থায় অগ্রগতি আনতে রাজ্যে আরও বেশি করে বিচারপতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করবে সুপ্রিমকোর্ট। কিন্তু রাজ্যে যদি কোর্টরুমই তৈরি না হয়, তবে বিচারপতিরা কোথায় বসে কাজ করবেন, প্রশ্ন তোলেন গগৈ।

অসমে প্রথম পর্বের পঞ্চায়েত ভোট শান্তিতে

গুয়াহাটি, ৫ ডিসেম্বর ঃ অসমের ১৬টি জেলায় প্রথম পর্বের পঞ্চায়েত ভোট মোটামুটি শান্তিতে কেটেছে। ভোট উপলক্ষ্যে বুধবার রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছিল প্রশাসন। চার স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৫,৮৯১টি আসনের জন্য ৪৩,৫১৫ জন প্রার্থী লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ৯৮ লক্ষ। নাগরিক তালিকার চূড়ান্ত খসড়া থেকে রাজ্যের ৪০ লক্ষ বাসিন্দার নাম বাদ যাওয়ার পর এবারেই প্রথম ভোট হচ্ছে অসমে। বিজেপি, অগপ, কংগ্রেস ছাড়াও এবারের ভোটে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজ্য–কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি নাগরিক তালিকা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে বলে দাবি বিরোধীদের। রাজ্যে বিজেপি–র জোট শরিক হলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে আলাদা লড়ছে অগপ। বিজেপি–অগপ ভোটকাটাকাটিতে অসমীয় এলাকায় ভালো ফলের আশায় রয়েছে কংগ্রেস। বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় প্রার্থী দিয়ে অসমে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, উপজাতীয় এলাকায় কিছু বিক্ষিপ্ত গণ্ডগোলের খবর মিললেও মোটের উপর ভোট শান্তিতে হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোটের হার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না মিললেও তা ৫০ শতাংশের অনেকটাই উপরে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মৃতার গর্ভাশয়ে জন্ম হল শিশুর

লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বে এই প্রথম মৃতার গর্ভাশয় থেকে জন্ম নিল সন্তান। গর্ভাশয় প্রতিস্থাপনের মূল অস্ত্রোপচারটি হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। মৃত মহিলার দেহ থেকে গর্ভাশয় নিয়ে তা দেওয়া হয়েছিল এক ব্রাজিলীয় মহিলাকে। ওই প্রতিস্থাপিত গর্ভাশয়ে ভ্রূণকে লালন করে সেই মহিলা সম্প্রতি জন্ম দিয়েছেন একটি সুস্থ কন্যা সন্তানের। বিশ্বে এ ভাবে সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম বলে জানা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেট–এ গর্ভাশয় প্রতিস্থাপন ও সন্তানের জন্মদান সংক্রান্ত বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হয়েছে।

সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের প্রধান দানি এজেনবার্গ বলেছেন, 'অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটা বড়ো সাফল্য বলতেই হবে।'

২১ বছর ধরে উত্তরবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদিক ক্লিনিক সেবা হারবাল
আমাদের-৭টি ভাবনার শ্রেষ্ঠ গুনমানের ঔষধ (কারও নেই)
ভারতবিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসায়
সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, স্বপ্নদোষ, ধাতুরদোষ, ক্ষুদ্রলিঙ্গ/সরু/বাঁকা/পাতলা
১০০% গ্যারান্টি প্রথম দিন থেকে কাজ করে
অর্শ, অনিয়মিত মাসিক, সাদাস্রাব, বক্ষসৌন্দর্য, নেশা থেকে চিরমুক্তি
AMERICAN লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ও RUSSIAN TITAN GEL লিঙ্গকে 6"-11" লম্বা, 2"-3" মোটা ও শিরাকে মজবুত করে 30-60 মিনিট সেক্স টাইম বাড়ায়।
সেবা হারবাল ®
শিলিগুড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়- 9933545917

No 1 হারবাল- হোমিও SEX চিকিৎসা
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ
সহবাসে অক্ষমতা, স্বপ্নদোষ, ক্ষুদ্রলিঙ্গ ধাতু পাতলা, শীঘ্রপতন ১০০% গ্যারান্টী সুচিকিৎসা
প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু - অতি অল্প খরচে
৭৫ বছরেও ভরপুর যৌবন শক্তি-সেই আগের মত
AMERICAN MEGA HO লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র তেল লিঙ্গকে 7"-10" লম্বা, 2"- 3"মোটা করে, সেক্স টাইম 30-40 মি. বাড়ে
পাইলস্, ফিসচুলা, গাঠের ব্যাথা ও নেশা ছাড়ানোর গ্যারান্টি ট্রিটমেন্ট। বিফলে মূল্য ফেরৎ
আনন্দ হারবাল T&C Apply
শিলিগুড়ি:হিলকার্ট রোড,স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে। দোতলা
81588-17822